ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশু ফারদিন: জীবনের সাথে লড়াই করা এক মায়ের নির্মম বাস্তবতার গল্প : পাশে দাঁড়ানোর আকুতি

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 01 October 2026, 07:29 PM | বিভাগ: সারাদেশ



চোখের মণি সন্তানের জীবন বাঁচাতে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন এক অসহায় মা। একদিকে মরণব্যাধি ক্যান্সার কেড়ে নিচ্ছে তার আদরের ৮ বছর ৫ মাস বয়সী একমাত্র সন্তান মোঃআবরার ফারদিনের জীবন, অন্যদিকে স্বামীর নির্মম প্রতারণা ও দায়িত্বহীনতা তাকে ঠেলে দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তার মুখে। বর্তমানে ভারতে চিকিৎসার পর দেশে ফিরেও অভাব আর আইনি লড়াইয়ের গ্যাঁড়াকলে দিশেহারা এই মা।

ক্যান্সারের থাবা ও ফারদিনের লড়াই

মাত্র ২ বছর বয়স থকেইে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শশিু আবরার ফারদনি। দীর্ঘ লড়াইয়রে পর কছিুটা সুস্থ হলওে সম্প্রতি তার ক্যান্সার আবার ফরিে এসছে (Replase) । বর্তমানে তার শরীরে জটলিতা দখো দওেয়ায় চকিৎিসকরা অবলিম্বে বড় ধরনরে অপারশেন ও উন্নত চকিৎিসার পরামর্শ দয়িছেনে। ভারতরে সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সন্টোর অ্যান্ড রসিার্চ ইনস্টটিউিট, ঢাকার বভিন্নি হাসপাতালে তার চকিৎিসা চলছ। কন্তিু এই ব্যয়বহুল চকিৎিসার খরচ জোগাতে গয়িে নঃিস্ব হয়ে পড়ছেনে তার পরবিার।

স্বামীর প্রতারণা ও সহায় সম্বলহীন

কান্নাজড়তি কণ্ঠে শশিুটরি মা শাপলা খাতুন স্বর্ণা জানান তার জীবনরে করুণ চত্রি। বাবার বাড়রি সমস্ত সম্পত্তি বকি্রি করে এবং ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে সরিাজগঞ্জ শহরে স্বামীর নামে কাপড়রে দোকান ও ব্যবসা করে দয়িছেলিনে তনিি। কন্তিু বপিদরে দনিে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোর পরবির্তে স্বামী তাকে ও অসুস্থ সন্তানকে ফলেে অন্যত্র চলে যান এবং আরকেটি বয়িে করনে।

শাপলা খাতুনরে অভযিোগ "সন্তানরে এই ব্যয় বহুল মরণ ব্যাধরি খরচ চালানোর খরচ বহন করতে হবে বলইে স আমাদরে ছড়েে চলে গছে। আক্ষপে করে তনিি আরও বলনে কোন পাষন্ড পতিা ছাড়া সন্তানরে অসুস্থতার কথা শুনে পালয়িে যয়েে শুধু নজিরে সুখরে সন্ধানে আরকেটি বয়িে করতে পারনো। তনিি আরও জানান, আমার নজিরে কোনো বাড়ি নইে, বাবা-মা দুজনইে মারা গছেনে। বাবা-মার দওেয়া সব সম্পত্তি বকি্রি করে তাকে (স্বামীঃ গাইবান্ধা জলোর গোবন্দিগঞ্জ উপজলোর শহরগাছীর শাকাহার গ্রামরে এলজইিডরি প্রাক্তন হসিাব রক্ষক হলোল সরকাররে ছলেে মোঃ লমিন মযি়া) সব দয়িছেলিাম, প্রমেরে বয়িে হওয়ায় তাকে নয়িে সুখরে সংসার করার স্বপ্ন ছলি আকাশ ছোঁয়া। কন্তিু শুধুমাত্র ছলেরে মরণ ব্যধরি কথা শুনে আজ সে অন্য নারীর সাথে ঘর বধেঁছে। চকিৎিসা তো দূররে কথা ভরণ পোষণও না দয়োয় নরিুপায় হয়ে আমি আদালতরে শরনাপন্ন হয়ছেি।এখন আমি বাচ্চার চকিৎিসা করাব, নাকি মামলার খরচ চালাব?"

চরম মানবতের জীবনযাপন

বর্তমানে সরিাজগঞ্জ শহররে এসএস রোডে পরচিতি এক ব্যক্তরি দয়ায় একটি ঘরে কোনোমতে ঠাঁই হয়ছেে মা ও ছলেরে। নজিরে কোনো স্থায়ী ঠকিানা বা আয়রে উৎস না থাকায় ভাড়া বাসায় থাকা মামলার খরচ চালানো এবং সন্তানরে চকিৎিসার ব্যয় মটোনো তো দূররে কথা, দুবলো খাবার জোগাড় করাই কঠনি হয়ে পড়ছেে শাপলা খাতুনরে। ফারদনিরে দাদা-দাদি বা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনও এই বপিদরে দনিে তাদরে খোঁজ নচি্ছনে না। ফলে নাবালক সন্তানরে ছলছল চোখ আর নভিু নভিু শরীররে দকিে তাকয়িে মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া যনে মায়রে চোখরে সামনে আর কোন পথ খোলা নইে।

সহযোগতিার আকুতি

তহবলি ও সহায়তার অভাবে যকেোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যতেে পারে ছোট্ট ফারদনিরে জীবন প্রদীপ। সমাজরে বত্তিবান ও সহানুভূতশিীল মানুষরে একটু সহযোগতিা বাঁচাতে পারে নষ্পিাপ শশিু ফারদনি। একমাত্র ছলেকেে নয়িে স্বপ্ন বুনতে পাড়ে মা শাপলা খাতুন।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।